মেহেরপুরে পুলিশ ও বিজিবির অভিযানে গ্রেফতার ৭

জামায়াত নেতা হত্যা মামলার এজাহারনামীয় আসামি, আওয়ামী লীগের নেতাসহ বিভিন্ন মামলার পলাতক ৭ আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

অপরদিকে, অবৈধভাবে সীমান্ত পার হয়ে ভারতে যাওয়ার সময় হুসাইন নামের এক বাংলাদেশিকে আটক করেছে বিজিবি।

গত ২৪ ঘণ্টায়, সোমবার থেকে মঙ্গলবার (১১ মার্চ) দুপুর পর্যন্ত মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর থানা পুলিশের চলমান বিশেষ অভিযানে এসব আসামি গ্রেফতার হন।

মেহেরপুর সদর থানার বারাদি পুলিশ ক্যাম্পের অভিযানে সদর উপজেলার হিজুলী গ্রামের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য হাজী আব্দুল জব্বার হত্যা মামলার এজাহারনামীয় আসামি ও মোমিনপুর মাধ্যমিক বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. জাব্বারুল ইসলামের ঘরবাড়ি ভাঙচুর মামলার আসামি হিজুলী ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ওয়াহিদুজ্জামান বল্টুকে (৪৪) গ্রেফতার করা হয়।

সোমবার (১০ মার্চ) দিবাগত মধ্যরাতে হিজুলী গ্রামের মিনাপাড়ার নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ।
এছাড়া, আদালতের পরোয়ানাভুক্ত অপর একজন আসামিকেও গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য ও আওয়ামী লীগের নেতা, আনন্দবাস গ্রামের সিরাজুল ইসলামের ছেলে মো. শাহিন উদ্দিন (৪২), নারী ও শিশু মামলা নং ৭৬/২৪-এর আসামি দারিয়াপুর গ্রামের রাজা মিয়ার ছেলে মো. মনিরুল ইসলাম (৩৫), ভবেরপাড়া গ্রামের শরিফুল ইসলামের স্ত্রী মোছা. সুমি খাতুন (২৮), আনন্দবাস গ্রামের আরশাদ আলীর ছেলে মো. রিফাতুল ইসলাম (৪০), এবং গাংনী থানার আমতৈল গ্রামের মৃত হোসেন মোল্লার ছেলে মো. শরিফুল ইসলাম (৩০) (প্রসিকিউশন নং ৭/২৫, ধারা ২৯০ পেনাল কোড) গ্রেফতার হন।

জানা গেছে, গ্রেফতারকৃত ওয়াহিদুজ্জামান বল্টু আওয়ামী লীগ সরকারের ক্ষমতাকালীন সময়ে বিভিন্ন লুটপাট, দুর্নীতি ও খুনের সঙ্গে জড়িত

ছিলেন।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি শেখ মেসবাহ উদ্দিন ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এদিকে, মেহেরপুর সদর উপজেলার নবীনগর খালপাড়া সীমান্তের ১১৬ নম্বর পিলারের কাছে দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে যাওয়ার সময় জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলার নাদাগাড়ি গ্রামের মৃত সিরাজুল ইসলামের ছেলে হুসাইন (৪৫) কে আটক করেছে বিজিবি।

আজ মঙ্গলবার (১১ মার্চ) সকালে বুড়িপোতা বিওপি ক্যাম্পের কমান্ডার নায়েব সুবেদার মহিদুল ইসলামের নেতৃত্বে বিজিবির একটি দল তাকে আটক করে।

এ ঘটনায় বাংলাদেশ পাসপোর্ট অর্ডার ১৯৭৩-এর ১১(১)(সি) ধারায় সদর থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের আজ মঙ্গলবার (১১ মার্চ) আদালতে নেওয়া হলে বিজ্ঞ বিচারক তাদের জামিন না দিয়ে জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

মহেশপুরে ভারতের দখলে থাকা কোদলা নদীর ভূমি উদ্ধার করলো বিজিবি

ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার সীমান্ত এলাকায় বাংলাদেশী কোদলা নদী ভারতের কবল থেকে উদ্ধার করেছে মহেশপুর ৫৮ বিজিবি। এতোদিন কোদলা নদীর বাংলাদেশ সীমান্তের পাঁচ কিলোমিটার ভারতের বিএসএফ দখল করে সেখানে আধিপত্য বিস্তার করে।

গত সোমবার সন্ধ্যায় ৫৮ বিজিবির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজিবি সুত্রে জানা গেছে, কোদালিয়া নদী বাংলাদেশের অভ্যন্তর হতে দক্ষিণ দিকে প্রসারিত হয়ে মহেশপুরের মাটিলা এলাকায়

2.01 Introduction to Object-Oriented Programming

Object-oriented programming (OOP) is a programming paradigm that organizes software design around objects rather than functions and logic. An object can be defined as a data field that has unique attributes and behavior. OOP focuses on the objects that developers want to manipulate rather than the logic required to manipulate them. This approach to programming is well suited for programs that are large, complex and actively updated or maintained. This includes programs for manufacturing systems, simulation software, and software for real-time systems. The first step in OOP is to collect all of the objects a programmer wants to manipulate and identify how they relate to each other. This is known as data modeling. Once an object is identified, it is generalized as a class of objects that defines the kind of data it contains and any logic sequences that can manipulate it. Each distinct logic sequence is known as a method. Objects communicate with well-defined interfaces called messages.

The concept of data classes allows programmers to create any new data type that is not already defined in the language itself. For example, a programmer could create a new data type called "thumbnail" for some image data that is to be displayed as a small picture on screen and also define operations which can be performed on thumbnails. Programmers can also create inheritance relationships between different classes, which allows for extensibility throughout the life cycle of a project. This allows programmers to distinguish between the more general aspects of a class and more specific aspects that will require refinement for the purposes of a project. This can significantly reduce the complexity of programs.

Object-oriented programming languages are designed to provide some of the following facilities. They usually provide a set of primitive data types, but also allow the definition of complex data types by allowing the programmer to combine primitive types in different ways. The definition of these complex data types should be kept separate from the rest of the program. Each definition should contain data variables, data structures and procedures which are primitive to the type. These should be hidden from the rest of the program. Only the definitions necessary for other parts of the program to correctly use the complex data type should be made available. The concept of hiding internal data is known as encapsulation or information hiding. Languages should support class hierarchies and allow multiple inheritance. In this, objects inherit the traits of the classes they are derived from, but may also have traits which are unique to themselves. Languages should also allow objects or parts of objects to be replaced with other objects that have similar behavior. The exact way in which these facilities are provided differs greatly between languages, as does the degree to which they are supported.

Object-oriented design is the discovery and definition of objects and their interfaces. Problems are often defined in terms of classes of objects, their attributes, behaviors and interactions. Using these descriptions, requirements can be established and responsibilities assigned to the objects. During the design process, programmers consider reusability, extensibility, and interfaces. Objects may be grouped into subsystems and frameworks. Interfaces may be refined and extended. Inheritance may be used to factor out common attributes and behaviors. Object-oriented design is also concerned with how objects are created, how they change state, and how they are destroyed. Object-oriented design is supported by various techniques and methodologies. Object-oriented analysis is the discovery and definition of objects and their interfaces from a problem definition. During analysis, programmers consider complexity, relationships, cardinalities, and behavior. Object-oriented programming is the implementation of a design using object-oriented languages.

প্রতি বিজিবি সদস্যরা অনুরোধ করেন।

দর্শনা চেকপোস্টে বিজিবি ঘুষিতে মাইক্রো চালক আহত

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা আন্তজার্তিক চেকপোস্টে ক্যান্সার রোগীকে নামানোর ঘটনায় মন্টু মিয়া (৪০) নামে এক ড্রাইভারকে মুখে ঘুষি মেরে রক্তাক্ত জখম করার অভিযোগ উঠেছে ৬ বিজিবি সদস্যদের বিরুদ্ধে।

আজ সোমবার (৩০ ডিসেম্বর) সকাল ৯টার দিকে দর্শনা সীমান্তের চেকপোস্টের আইসিপি ভবনের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয়রা জানায়, ঝিনাইদহের কালিগঞ্জ প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক ও মানবজমিন পত্রিকার প্রতিনিধি তোফাজ্জেল হোসেন তপু তার ক্যান্সার আক্রান্ত মাকে নিয়ে মাইক্রোবাসযোগে দর্শনা আন্তজার্তিক চেকপোস্টে পৌছান। এসময় কাস্টমস-ইমিগ্রেশনের কার্যক্রম শেষ করে আইসিপির সামনে মাইক্রোবাস থামিয়ে রোগীকে নামানো হচ্ছিল। আইসিপি ভবনের সামনে মাইক্রোবাস দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ক্ষুব্ধ হন বিজিবি সদস্যরা। সে সময় ওই মাইক্রোবাসের চালক মন্টু মিয়ার সাথে বিজিবির নায়েক সুবেদার আইসিপি ইনচার্জ মোহাম্মদ জামাল ও নায়েক আব্দুল মান্নানের সাথে তর্কবিতর্ক হয়। এক পর্যায়ে নায়েক আব্দুল মান্নান চালক মন্টুকে স্বজরে মুখে ঘুষি মারে। এতে চালকের বাম চোখের কপালের ভ্রু কেটে যায়। ৬ বিজিবি সদ্যস্যরা পরে তাকে বিশ্রামাগারে নিয়ে চিকিৎসা দেয়। স্থানীয় এক চিকিৎসক তাকে একটি সেলাই দেয়।

ঝিনাইদহের কালিগঞ্জ প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক ও মানবজমিন পত্রিকার প্রতিনিধি তোফাজ্জেল হোসেন তপু অভিযোগ করে বলেন, আমার মা একজন ক্যান্সার রোগী। তিনি ঠিকমতো চলাফেরা করতে পারেন না। তাই মাইক্রোবাসযোগে তাকে কাস্টমস ইমিগ্রেশনের কাজ শেষ করা হয়। এরপর বর্ডার পার হওয়ার জন্য রোগীকে ভ্যানে তুলতে গেলে মাইক্রোবাস দাড়ানো দেখে ক্ষিপ্ত হয় বিজিবি সদস্যরা। পরিচয়

দেয়ার পরও চড়াও হন তারা। অসুস্থ রোগী থাকা সত্বেও চালককে ঘুষি মারেন তারা। রক্তাক্ত জখম হলে চোখের ভ্রুতে একটি সেলাই দিতে হয়েছে।

এ বিষয়ে দর্শনা আইসিপি চেকপোস্ট ইনচার্জ নায়েক সুবেদার মোহাম্মদ জামাল বলেন, গাড়ি প্রবেশ নিয়ে বিজিবির সৈনিকদের সাথে চালকের মধ্যে সামান্য কথা কাটাকাটি হয়। পরে স্থানীয় সাংবাদিকদের মধ্যস্থতায় বিষয়টির মীমাংসা হয়ে গেছে।

চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবির অধিনায়ক পরিচালক লে. কর্ণেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান জানান, বিষয়টি শুনেছি। তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

চুয়াডাঙ্গায় ১৪টি স্বর্ণের বার সহ দর্শনার ৩ চোরাচালানীন আটক করেছে বিজিবি

চুয়াডাঙ্গায় ১৪টি স্বর্ণের বার সহ ৩ জন পাচারকারীকে আটক করেছে চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবি’র জওয়ানরা। মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৪ টার সময় এ ঘটনা ঘটে।
চুয়াডাঙ্গাস্থ ৬ বিজিবি’র অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল সাঈদ মোহাম্মাদ জাহিদুর রহমান পিবিজিএম, পিএসসি এদিন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে জানান, একদল চোরাকারবারী কর্তৃক চুয়াডাঙ্গা শহরে অবস্থিত চুয়াডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশন এলাকা দিয়ে স্বর্ণ চোরাচালান হবে মর্মে প্রাপ্ত বিশেষ তথ্যের ভিত্তিতে তার নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্স সহ বিকাল সাড়ে চারটার দিকে তিনি চুয়াডাঙ্গা রেলস্টেশন এলাকায় অবস্থান নেন। এ সময় বিজিবি টহলদল ট্রেন থেকে নামা কয়েকজনকে সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখলে তাদেরকে গতিরোধ করে।

পরবর্তীতে উক্ত ব্যাক্তিরা সেখান থেকে দ্রুত পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে টহল দল তাদেরকে ধাওয়া করে ৩ জনকে আটক করতে সক্ষম হয়। বিজিবি সশস্ত্র টহল দল কর্তৃক আটককৃত ৩ জন হলেন চুয়াডাঙ্গা জেলার

দর্শনা পৌরসভাধীন শ্যামপুর গ্ৰামের মমিন মিয়ার ছেলে জাকিরুল ইসলাম (২৮) ও রাজিবুল ইসলাম (২৫), এবং একই গ্ৰামের মজিবুর রহমানের ছেলে সোলায়মান হোসেন (২২)।

এ সময় জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে তাদের কাছে লুকায়িত স্কচটেপ দ্বারা মোড়ানো অবস্থায় ১ কেজি ৬৩০ গ্রাম (১৩৯.৭৫ ভরি) ওজনের ১৪টি স্বর্ণের বার এবং ৩ টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।

এ ব্যাপারে নায়েক মোঃ জিয়াউর রহমান, পিবিজিএম বাদী হয়ে আটক চোরাকারবারীদের চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় সোপর্দ করে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। এছাড়া জব্দকৃত স্বর্ণের বারগুলি চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারী অফিসে জমা করা হয়েছে

দর্শনা সীমান্তে বিএসএফের মাধ্যমে ভারতীয় নাগরিকের লাশ হস্তান্তর

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় জয়নগর সীমান্তে বিজিবি-বিএসএফ পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে অজাত মন্ডল নামের ভারতীয় এক নাগরিকের লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (০৩ ডিসেম্বর) সকাল ১০ টার দিকে দর্শনা পৌর এলাকার জয়নগর সীমান্তের ভারত-বাংলাদেশ শূন্য রেখায় ৭৬ নং মেইন পিলারের অদূরে এ পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

নিহত অজাত মন্ডল ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার চাপড়া থানার পদ্মমালা গ্রামের মৃত ইমান মন্ডলের ছেলে। তার পাসপোর্ট নম্বর R5890230।

জানাগেছে, অজাত মন্ডল তার স্ত্রী আবেদা মন্ডলকে নিয়ে গত ১৯ নভেম্বর বাংলাদেশের দর্শনা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট হয়ে বাংলাদেশের মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরে আত্মীয়ের বাসায় বেড়াতে আসেন। পরে গত ২৯ নভেম্বর রাত পৌনে ২ টার দিকে শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে

মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এরপর দু’দেশের প্রসেসিং করে আজ মঙ্গলবার সকাল ১০ টার দিকে দর্শনার জয়নগর সীমান্তে বাংলাদেশ-ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি-বিএসএফ ও ইমিগ্রেশন পুলিশ, থানা পুলিশ এবং কাস্টমস কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে নিহত অজাত মন্ডলের পরিবারের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হয়।

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্তে বিজিবির হাতে ৪৭ জন আটক

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত থেকে ৪৭ জন আটক করেছে মহেশপুর বিজিবি ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি)। গতকাল শুক্রবার (২৯ নভেম্বর) দিনভর ৫৮ বিজিবি’র বেশ কয়েকটি আভিযানিক দল সুগঠিত হয়ে সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা সংবাদের ভিত্তিতে রাতভর মহেশপুর উপজেলার মাটিলা, খোসালপুর, পলিয়ানপুর, বাঘাডাংগা, শ্যামকুড় এবং লড়াইঘাট সীমান্ত এলাকায় বেশ কয়েকটি স্থানে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে এই আটক করা হয়।

মহেশপুর ব্যাটালিয়ন ৫৮ বিজিবি মিডিয়া সেলের পরিচালক আজিজুস শহীদ স্বাক্ষরিত এক প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে একটি বিশেষ অভিযানে ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত দিয়ে অবৈধ ভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে যাওয়ার চেষ্টা কালে সর্বমোট ৪৭ জন বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করা হয়েছে।

আটককৃত ব্যক্তিদের মধ্যে ১২ জন নারী, ১৯ জন পুরুষ এবং ১৬ জন শিশু রয়েছে। আটককৃত ব্যক্তিরা বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার বাসিন্দা। আটককৃতদের মধ্যে একাধিক ব্যক্তি ইতোপূর্বেও ৫৮ বিজিবির টহল দলের নিকট ধরা পড়েছিলেন। আটককৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

এছাড়া বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করেন, চলতি নভেম্বর ২০২৪ মাসে সর্বমোট ৩৩১ জনকে এবং গত ০৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখ হতে ৩০ নভেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত মহেশপুর ব্যাটালিয়ন বা ৫৮ বিজিবি কর্তৃক আটককৃত

অবৈধ পারাপারের সময় আটক হওয়া ব্যাক্তিদের সংখ্যা হলো-বাংলাদেশী নাগরিক-৮৮৫ জন, ভারতীয় নাগরিক-২৮ জন, মায়ানমার রোহিঙ্গা নাগরিক-২০ জনসহ সর্বমোট আটককৃ দের সংখ্যা ৯৩৩ জন। এই সংখ্যার মধ্যে একজন প্রাক্তন মন্ত্রী, বেশ করেকজন ছাত্রলীগ ক্যাডার, ৩ জন জেল পলাতক আসামী, ১ জন আনসার বিদ্রোহের সক্রিয় সদস্য, কয়েকজন একাধিক মামলার আসামী এবং ০১ জন ভারতীয় পুলিশ সদস্য রয়েছে বলে জানান।

কুষ্টিয়ায় ২২ লাখ টাকার হেরোইন জব্দ

কুষ্টিয়ার মিরপুরে বিজিবির অভিযানে ১ কেজি ১১৫ গ্রাম ভারতীয় হেরোইন উদ্ধার করা হয়েছে। যার আনুমানিক মূল্য ২২ লাখ ৩০ হাজার টাকা।

গতকাল বৃহস্পতিবার (২৮ নভেম্বর) বিকেলে কুষ্টিয়া সেক্টরের ৪৭ বিজিবি ব্যাটালিয়নের টহল দল মিরপুর রেলওয়ে স্টেশনে মাদক ও চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ এ মাদক উদ্ধার করে। উদ্ধার হওয়া মাদকের সাথে জড়িত কেউ আটক হয়নি বলে বিজিবি সূত্র নিশ্চিত করেছে।

বিজিবি সূত্র জানায়, সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে ৪৭ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়কের নির্দেশনায় ব্যাটালিয়ন সদরের বিশেষ টহল দল মিরপুর রেলওয়ে স্টেশনে খুলনাগামী ‘কপোতাক্ষ এক্সপ্রেস’ ট্রেনে মাদক ও চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালায়। এসময় মালিকবিহীন অবস্থায় ১ কেজি ১১৫ গ্রাম ভারতীয় হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধার হওয়া হেরোইন উদ্ধারের বিষয়ে মিরপুর থানায় সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে বলে বিজিবি সূত্র জানিয়েছেন।

মহেশপুর সীমান্তে বিজিবির হাতে তিন মাদক ব্যবসায়ী আটক

ভয়ংকর মাদক LSD সহ ঝিনাইদহ সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারত হতে বাংলাদেশে প্রবেশের সময় বিজিবি’র হাতে আটক তিন মাদক ব্যবসায়ী।

মঙ্গলবার (২৭ আগস্ট) দিবাগত রাত দেড়টার দিকে তাদের আটক করে। বিজিবি মহেশপুর (৫৮) ব্যাটালিয়ানের পাঠানো এক প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে জানা যায় ২৭ আগস্ট আনুমানিক ১২টার সময় সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে, মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি) এর দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত পিলার ৬১/৭-এস এর নিকট দিয়ে মাদকের একটি বড় চালান ভারত হতে বাংলাদেশে পাচার হবে। উক্ত তথ্যের ভিত্তিতে কুসুমপুর বিওপির নায়েব সুবেদার আব্দুস ছালাম এর নেতৃত্বে বিজিবি’র একটি চৌকষ আভিযানিক দল বিত্তিপাড়া গ্রামের মোঃ আজাদ এর আম বাগানের মধ্যে মাদক চোরাকারবারীদের ধরার জন্য সাড়ে টা হতে কৌশলে অবস্থান গ্রহণ করে অপেক্ষ করতে থাকে।

একপর্যায়ে রাত আনুমানিক দেড়টার দিকে কয়েকজন চোরাকারবারী মাথায় বস্তা নিয়ে ভারত হতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবৈধভাবে প্রবেশ করে সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। চোরাকারবারীরা টহল দলের নিকটবর্তী হলে টহল দল তাদের চ্যালেঞ্জ করলে তারা প্রথমে বস্তাসহ দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে। টহল সদস্যরা তাদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেললে তারা বস্তা ফেলে পালানোর চেষ্টা করে। টহল সদস্যরা অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে ৩ জন চোরাকারবারীকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। গ্রেফতারকৃতরা হলেন মোঃরিয়াজ (২২), পিতা-শফিকুল ইসলাম, গ্রাম-পিপুলবাড়িয়া, মহেশপুর, ঝিনাইদহ, মোহাম্মদ ইমাম হোসেন (৩৯), পিতা-জাফর শেখ, গ্রাম-কালাচাঁদপুর, লোহাগাড়া, নড়াইল ও মোবারক আলী (২৬), পিতা-শের আলী, মহেশখালী, কক্সবাজার।

এছাড়া আভিযানিক দল ঘটনাস্থলে তল্লাশী চালিয়ে ভারত হতে অবৈধভাবে বাংলাদেশ আনা ৭ বোতল এলএসডি (প্রতি বোতল ১০০ এমএল), মোবাইল, জর্জেট শাড়ী, বিভিন্ন প্রকার কসমেটিক্স, ঔষধ ও বিবিধ মালামাল জব্দ করে। জব্দকৃত মালামালের সর্বমোট সিজার মূল্য ৭,৩৪,৬৯,৪০৪/- (৭ কোটি ৩৪ লক্ষ ৬৯ হাজার ৪০৪) টাকা।

গ্রেফতারকৃত আসামী এবং উদ্ধারকৃত মালামাল আইনি প্রক্রিয়ার

মাধ্যমে ঝিনাইদহের মহেশপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় বিজিবির অভিযানে ৪৫টি ভারতীয় অবৈধ মোবাইল ফোন উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গায় ৬ বিজিবি যৌথ অভিযান চালিয়ে বড়বাজারের একটি ফ্লাক্সিলোডের দোকান থেকে ৪৫টি ভারতীয় অবৈধ মাবাইল ফোন উদ্ধার করেছে।

আজ শুক্রবার (২৩ আগস্ট) সকাল ১১টায় এ অবৈধ মোবাইল ফোন সেট গুলো উদ্ধার করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে.কর্ণেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান পিএসসি গতকাল বিকাল ৩টার দিকে মেইলে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তীর মাধ্যমে সংবাদকর্মীদের জানান, চুয়াডাঙ্গা শ্যাকরাতলা পাড়ার মরহুম আনোয়ার হোসনের ছেলে ফ্লাক্সিলোডের দোকানদার রাশেদ ভারত থেকে অবৈধভাবে মোবাইল ফোন সেট গুলো চোরাই পথে নিয়ে আসে। গোপনে তার প্রতিষ্ঠানে যৌথ অভিযান করার আগেই রাশেদ পালিয়ে যায়। ওই দোকান থেকে উদ্ধার করা হয় ৪৫ টি দামি মোবাইল ফোন সেটগুলো জব্দ করে চুয়াডাঙ্গার সদর থানায় জমা দিয়ে পলাতক রাশেদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে বিজিবি।

দর্শনার ঠাকুরপুর সীমান্তে

অবৈধ রুপা ও ১টি মোটরসাইকেল উদ্ধার করেছে বিজিবি

চুয়াডাঙ্গার ভারত সীমান্তবর্তী দামুড়হুদা উপজেলার ঠাকুরপুর গ্রামে চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১৬ কেজি ৩০০ গ্রাম ওজনের অবৈধ রুপা ও ১টি মোটরসাইকেল উদ্ধার করেছে ৬ বিজিবি।

গতকাল শনিবার সকাল ১০টার দিক চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে.কর্ণেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান পিএসসি মেইলে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তীর মাধ্যমে গণমাধ্যম কর্মীদের জানান। তারই নির্দশনায় ঠাকুরপুর বিওপি টহল কমান্ডার হাবিলদার শওকত আলীসহ একদল বিজিবি সদস্য সীমান্ত খুঁটির ৮৯ হতে আনুমানিক দেড় কিলোমিটার বাংলাদেশের অভ্যান্তরে ঠাকুরপুর কদমতলা বাজার মোড়ে অবস্থান নেয়। এদিন সকাল পৌনে ৭টার দিকে সেখান থেকে অজ্ঞাত এক ব্যক্তিকে সীমান্তবর্তী কার্পাসডাঙ্গার দিকে মোটরসাইকেল চালিয়ে যেতে দেখে। তাকে দাঁড় করাতে গেলে সে পালিয়ে যায়। এরপর জনসাধারণের সামনে বিজিবি সদস্যরা ফেলে যাওয়া মোটরসাইকেলে ঝোলানো একটি প্লাস্টিকের ব্যাগ উদ্ধার করে। উদ্ধারকরা ব্যাগের ভেতর থেকে স্কচটেপ দিয়ে মোড়ানা ১৬ কজি ৩০০ গ্রাম (১৩৯৭.৪৬ ভরি) ওজনর ভারতীয় চান্দি রুপাসহ চোরাকারবারীর ফেলে যাওয়া ১টি মোটরসাইকল জব্দ করা হয়।

এ ব্যাপারে হাবিলদার শওকত আলী বাদী হয় দর্শনা থানায় মামলা করেন। উদ্ধার করা ভারতীয় অবৈধ চান্দি রুপা গুলা পরীক্ষা শেষে চুয়াডাঙ্গা ট্রজারী অফিসে জমা করা হবে বলে তিনি জানান।